বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন অনুদান ও আর্থিক সহায়তা নীতিমালা, ২০২০

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ০৬ আগস্ট, ১৯৭৫ তারিখে ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীরচর্চার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ অবদান রেখেছেন বা রাখছেন তাঁদের ও তাঁদের উপর নির্ভরশীলদের কল্যাণার্থে 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সদয় অনুমোদন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ৩নং আইন)' এর মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উল্লিখিত আইনের ধারা ৭ এর (ক) উপধারায় ফাউন্ডেশন কর্তৃক নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী এবং তাঁদের পরিবারের জন্য অনুদান, চিকিৎসা সহায়তা, ক্রীড়াক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার, দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য আর্থিক সহায়তা এবং পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদানের বিধান রয়েছে। উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী অনুদান, চিকিৎসা সহায়তা ও বৃত্তি প্রদানের নিমিত্ত এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ এই নীতিমালা বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন অনুদান ও আর্থিক সহায়তা নীতিমালা, ২০২০ নামে অভিহিত হবে।

২। সংজ্ঞাঃ

(ক) 'আইন' অর্থ 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১' (২০১১ সালের ৩ নং আইন);

(খ) 'ক্রীড়াসেবী' অর্থ ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক বা অন্য কোন ব্যক্তি যিনি ক্রীড়া, খেলাধুলা বা শরীরচর্চার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিশেষ অবদান রেখেছেন বা রাখছেন;

(গ) 'পরিবার' অর্থ-

(১) ক্রীড়াসেবী পুরুষ হলে, তাঁর স্ত্রী বা স্ত্রীগণ এবং মহিলা হলে, তাঁর স্বামী; এবং

(২) ক্রীড়াসেবীর সাথে একত্রে বসবাসরত এবং তাঁর উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল সন্তান-সন্ততি, পিতা, মাতা, নাবালক ভাই এবং অবিবাহিতা, তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা কন্যা বা বোন এবং প্রতিবন্ধী সন্তান ও প্রতিবন্ধী ভাই-বোন।

(ঘ) 'বোর্ড' অর্থ 'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১' এর ৬ ধারায় বর্ণিত 'পরিচালনা বোর্ড'।

৩। আবেদনকারীর যোগ্যতাঃ

নিম্নলিখিত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

(ক) নাগরিকত্বঃ এই নীতিমালার অধীনে অনুদান, চিকিৎসা সহায়তা, দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য আর্থিক সহায়তা বা বৃত্তির জন্য আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে;

(খ) খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রেঃ যে সকল খেলোয়াড় বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী কালে আন্তর্জাতিক, জাতীয়, বিভাগীয় অথবা জেলা পর্যায়ে খেলাধুলায় নিম্নরূপ অবদান রেখেছেন বা রাখছেন তাঁরা অনুদানের জন্য আবেদন করতে পারবেন;

(১) কোন ক্রীড়ায় জাতীয় দলের সদস্য হিসেবে কমপক্ষে ১ (এক) বার আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ অথবা,

(২) কোন ক্রীড়ায় জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে কমপক্ষে ২ (দুই) বার অথবা জাতীয় লিগে কমপক্ষে ২ (দুই) বার অংশগ্রহণ অথবা,

(৩) বিভাগ অথবা জেলা পর্যায়ে কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছর/বার অংশগ্রহণ।

(গ) সংগঠকদের ক্ষেত্রেঃ যে সকল সংগঠক জাতীয়, বিভাগ, জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে কোন ক্রীড়া ফেডারেশন বা ক্রীড়া সংস্থা বা ক্রীড়া ক্লাব বা অন্য কোন ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের সাথে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছর সম্পৃক্ত ছিলেন বা আছেন;

(ঘ) কোচ/রেফারি/আম্পায়ারদের ক্ষেত্রেঃ যে সকল কোচ/রেফারি/আম্পায়ার জাতীয়, বিভাগ বা জেলা পর্যায়ে কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছর কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেছেন বা করছেন;

(ঞ) মাঠকর্মীদের ক্ষেত্রেঃ যে সকল মাঠকর্মী জাতীয়, বিভাগ বা জেলা স্টেডিয়ামে কমপক্ষে ৭ (সাত) বছর মাঠকর্মী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন বা আছেন;

(চ) ক্রীড়া সাংবাদিকদের ক্ষেত্রেঃ যে সকল ক্রীড়া সাংবাদিক কমপক্ষে ১২ (বার) বছর ক্রীড়ার মান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন বা রাখছেন।

(ছ) অনুদানের ক্ষেত্রে যে সকল ক্রীড়াসেবী বা পরিবারের সদস্যের বার্ষিক আয় অনূর্ধ্ব ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা তাঁরা আবেদন করতে পারবেন এবং এ ব্যাপারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রমাণ দাখিল করতে হবে।

(জ) উপরের (ক)-(ছ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবেদনকারীকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সংশ্লিষ্ঠ/প্রয়োজনীয় প্রমাণ পত্র/ প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে।

(ঝ) অনুদান প্রাপ্তির অযোগ্যতাঃ

(১) সরকারি কর্মচারী হিসেবে চাকরিরত অথবা পেনশনভোগী হলে;

(২) অন্য কোনোভাবে নিয়মিত সরকারী অনুদান বা ভাতা প্রাপ্ত হলে এবং

(৩) কোনো সরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান হতে নিয়মিত আর্থিক অনুদান বা ভাতা প্রাপ্ত হলে।

৪। ডাটাবেজ তৈরি সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অনুদানের জন্য প্রার্থী বাছাই পদ্ধতিঃ

(ক) অনুদান প্রদানের জন্য প্রচার ও দরখাস্ত আহবানঃ

(১) ডাটাবেজ তৈরি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ফাউন্ডেশন কর্তৃক অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের মাসিক অনুদান প্রদানের জন্য অর্থ-বছরের শুরুতে বহুল প্রচারিত দুইটি বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং মন্ত্রণালয় ও ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে;

(২) আগ্রহী ক্রীড়াসেবী বা পরিবারের সদস্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয় বা ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট সেবাবক্সে প্রবেশ করে ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র, ক্রীড়াক্ষেত্রে অবদান রাখার সমর্থনে প্রয়োজনীয় সনদপত্রের কপি সংযুক্ত করে নির্ধারিত ছকে অনলাইনে আবেদন করবেন এবং

(৩) ক্রীড়া ফেডারেশন/এসোসিয়েশনসমূহ কর্তৃক সুপারিশকৃত আবেদনকারীকে আবেদন ফরমের নির্ধারিত স্থানে ক্রীড়া ফেডারেশন/এসোসিয়েশনের নাম চিহ্নিত করতে হবে।

(৪) বিশেষ ক্ষেত্রে কেহ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে অক্ষম হলে সরাসরি জেলা কমিটির মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ঠ জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তার প্রত্যয়ন পত্রসহ অন্যান্য সনদ সংযুক্ত করতে হবে।

(খ) বাছাই প্রক্রিয়াঃ

(১) জেলা কমিটির সদস্য-সচিব জেলা ক্রীড়া অফিসার অনলাইনে প্রাপ্ত তাঁর জেলার সকল আবেদন ডাউনলোড করে জেলা কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন। জেলা কমিটির সভায় প্রাপ্ত আবেদনসমূহ নীতিমালায় উল্লিখিত যোগ্যতার মানদন্ডের নিরিখে যাচাই-বাছাই করতঃ প্রাপ্যতার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হবে। জেলা প্রশাসক/জেলা ক্রীড়া অফিসার সভার কার্যবিবরণীসহ অগ্রাধিকার তালিকা অনলাইনে ফাউন্ডেশনে প্রেরণ করবেন;

(২) জেলা বাছাই কমিটিসমূহের নিকট হতে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার তালিকা এবং ক্রীড়া ফেডারেশন/এসোসিয়েশন সমূহের সুপারিশসহ সরাসরি প্রাপ্ত আবেদনগুলো তহবিলের পর্যাপ্ততা ও যোগ্যতার মানদন্ডের নিরিখে যাচাই-বাছাই করতঃ অনুদান প্রাপ্তির জন্য উপযোগী ক্রীড়াসেবীদের নির্বাচনপূর্বক অনুমোদনের জন্য পরিচালনা বোর্ড সভায় সুপারিশ করা হবে এবং

(৩) পরিচালনা বোর্ডের সভায় বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আবেদনপত্রগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

৫। অনুদান প্রদানঃ

অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী বা তাঁদের পরিবারকে মাসিক অনুদান ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৪, ৬, ৭ ও ১১ এ বর্ণিত বিধানাবলী অনুসরণ করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে মাসিক ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা হারে অনুদান প্রদান করা হবে। তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ডের সভায় সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মাসিক অনুদানের পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৬। অনুদান পরিশোধ পদ্ধতিঃ

(ক) ক্রীড়াসেবী বা ক্রীড়াসেবীর পরিবারের সদস্যের নামে রক্ষিত ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে মাসিক/ত্রৈমাসিক/এককালীন ভিত্তিতে অথবা চেকের মাধ্যমে অনুদানের অর্থ পরিশোধ করা হবে;

(খ) অক্ষর জ্ঞানহীন, গুরুতর অসুস্থ বা অন্য কোনো সঙ্গত কারণে অক্ষম হলে জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তার প্রত্যয়ন সাপেক্ষে অনুদানভোগী নমিনির মাধ্যমে অনুদানের টাকা ব্যাংক হিসাব হতে উত্তোলন করতে পারবেন এবং

(গ) অনুদান গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করলে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কাউন্সিলর/মেয়র কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যু সনদপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা অনুদানভোগীর ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত অর্থ নমিনিকে প্রদানের বিষয়ে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন। উপযুক্ত নমিনি না পাওয়া গেলে উক্ত অনুদানের অর্থ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করা হবে।

৭। চিকিৎসা সহায়তাঃ

(ক) অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চলাকালে বা কোন দুর্ঘটনায় আহত হলে বা গুরুতর অসুস্থ হলে চিকিৎসা সহায়তার জন্য প্রমাণপত্রসহ সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া ফেডারেশন/জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের সচিব বরাবর আবেদনপত্র প্রেরণ করতে পারবেন;

(খ) ফাউন্ডেশনের সচিব প্রাপ্ত আবেদনপত্র/আবেদনপত্রসমূহ সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়-এর নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন। আবেদনের গুরুত্ব ও তহবিলের পর্যাপ্ততা বিবেচনাক্রমে কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশের ভিত্তিতে ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জরুরি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা এককালীন অনুদান প্রদান করতে পারবেন যা পরবর্তী বোর্ড সভায় অনুমোদিত হবে। একজন ক্রীড়াসেবী বা তাঁর পরিবারের সদস্য সমগ্র জীবনে একবার চিকিৎসা সহায়তা প্রাপ্য হবেন। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বিষয়টি বোর্ড সভা পুনরায় বিবেচনা করতে পারবেন এবং

(গ) সরকারি হাসপাতালে ক্রীড়াসেবীদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা চালুর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৮। দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে আর্থিক সহায়তা, বৃত্তি বা অনুদান প্রদানঃ

(ক) প্রতি বছর ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে অনুর্ধ্ব ১০ জন ক্রীড়াসেবীর দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ বা উচ্চতর শিক্ষা অথবা অভিজ্ঞতা অর্জনের নিমিত্তে কোর্স ফি, বিদেশ ভ্রমণসহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে।

(খ) দেশে প্রশিক্ষণের জন্য সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

(গ) উল্লেখিত আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য অর্থ-বছরের প্রারম্ভে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট হতে প্রস্তাব/আবেদন আহবান করা হবে। প্রস্তাব/আবেদনের সাথে গ্রহণযোগ্য কাগজপত্র/তথ্য প্রমাণাদি সংযুক্ত করতে হবে।

(ঘ) প্রাপ্ত প্রস্তাব/আবেদনসমূহ সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইপূর্বক যৌক্তিক সংখ্যক প্রার্থীর অনুকূলে সুপারিশ করা হবে।

(ঙ) বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের মধ্য হতে বোর্ড সভায় আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হবে।

৯। পরিবারের মেধাবী সদস্যদের শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদানঃ

(ক) ক্রীড়াসেবীর পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য বৃত্তি (সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছর/বার) প্রদান করা হবে। প্রতি বছর তহবিলের পর্যাপ্ততার উপর নির্ভর করে বৃত্তির সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে;

(খ) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সর্বোচ্চ বার্ষিক ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হবে;

(গ) শিক্ষার জন্য বৃত্তির আবেদন আহবান করে ফাউন্ডেশন কর্তৃক সংবাদপত্র সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। নির্ধারিত ছকে প্রয়োজনীয় তথ্য, প্রমাণাদি সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

(ঘ) প্রাপ্ত প্রস্তাব/আবেদনসমূহ সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইপূর্বক যৌক্তিক সংখ্যক প্রার্থীর অনুকূলে সুপারিশ করা হবে।

(ঙ) বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে বোর্ড সভায় বৃত্তি প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হবে।

১০। ডাটাবেজ তৈরিঃ

(ক) দেশের বিপুল সংখ্যক ক্রীড়াসেবী বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ক্রীড়া, খেলাধুলা বা শরীরচর্চার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিশেষ অবদান রেখেছেন বা রাখছেন। ক্রীড়াসেবীদের নির্বাচনসহ এ কার্যক্রমের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে ক্রীড়াসেবীদের জন্য বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তত্বাবধানে একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে একটি বিশেষ সেবাবক্স চালুর মাধ্যমে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া পরিদপ্তর, বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন/এসোসিয়েশন, জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও জেলা ক্রীড়া অফিসারগণের সহায়তায় ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্তির জন্য অনলাইনে ক্রীড়াসেবীদের আবেদন বা তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এ বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিসহ ব্যাপক প্রচার করা হবে;

(খ) অনলাইনে প্রাপ্ত ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্তির আবেদন বা তথ্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা বাছাই কমিটির সভায় যাচাই-বাছাই করে ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশসহ ফাউন্ডেশন বরাবর অগ্রায়ণ করা হবে;

(গ) জেলা বাছাই কমিটির সুপারিশসমূহ প্রাপ্তির পর সচিব, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর নেতৃত্বে গঠিত অনুদান প্রদান বিষয়ক বাছাই কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করতঃ বোর্ড সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে;

(ঘ) বোর্ড সভায় অনুমোদনের পর ডাটাবেজ তৈরি সম্পন্ন হবে। ডাটাবেজের অনুমোদিত হার্ডকপি ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে সংরক্ষণের পাশাপাশি ওয়েবসাইটে ইলেকট্রনিক কপি সংযুক্ত করা হবে এবং

(ঙ) প্রতি বছরের জানুয়ারি মাসে ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্তির আবেদন/তথ্য অনলাইনে প্রেরণের সুযোগ রাখা হবে। অনলাইনে প্রাপ্ত ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্তির আবেদন/তথ্য উপরের উপ-অনুচ্ছেদ (খ), (গ) ও (ঘ) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ডাটাবেজ হালনাগাদ করা হবে। ডাটাবেজ সম্পন্ন হওয়ার পর ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্তি না হলে কোন আবেদনকারী অনুদানের জন্য বিবেচিত হবেন না।

১১। অনুদান প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদ্ধতিঃ

(ক) ডাটাবেজ তৈরি সম্পন্ন হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা বাছাই কমিটির সভায় যাচাই-বাছাই করে অনুচ্ছেদ-৩ এ বর্ণিত সুবিধাভোগী নির্বাচনের মানদণ্ডের আলোকে মাসিক অনুদান প্রদানযোগ্য ক্রীড়াসেবীদের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করতঃ অনুমোদনের জন্য অনলাইনে ফাউন্ডেশনে প্রেরণ করা হবে। অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করার সময় আবেদনকারীর ক্রীড়াক্ষেত্রে অবদানের জন্য ৫০% ও আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য ৫০% হারে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে;

(খ) জেলা বাছাই কমিটিসমূহের নিকট হতে প্রাপ্ত ক্রীড়াসেবীদের অগ্রাধিকার তালিকা অনুদান প্রদান বিষয়ক বাছাই কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করতঃ বোর্ড সভায় অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হবে। বোর্ড সভার অনুমোদনের পর অনুদান প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

(গ) নির্বাচিত ক্রীড়াসেবীর অনুদান বাতিল না হওয়া পর্যন্ত প্রতিবছর স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুদান প্রাপ্ত হবেন;

(ঘ) আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্য বা প্রমাণাদি পরবর্তীতে সঠিক নয় বা ভূয়া বা জাল প্রমাণিত হলে ফাউন্ডেশন কর্তৃক তাৎক্ষণিক ভাবে অনুদান বাতিল করা হবে এবং প্রয়োজনে ফাউন্ডেশন যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

(ঙ) কোন অনুদান গ্রহীতা ক্রীড়াসেবী পরবর্তীতে আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করেছে বলে প্রমাণিত হলে জেলা বাছাই কমিটির সুপারিশ ক্রমে অনুদান বাতিল করা হবে;

(চ) অনুদান গ্রহণরত ক্রীড়াসেবীর মৃত্যু বা একাদিক্রমে এক বছর বা ততোধিককাল দেশে অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে অনুদান প্রদান বন্ধ করা হবে;

(ছ) এ নীতিমালা জারির পর হতে প্রদেয় অনুদানের ১০% পর্যন্ত মন্ত্রণালয় বিশেষ কোটা হিসেবে সংরক্ষণ করে জরুরি বিবেচনায় অনুদানভোগী নির্বাচন ও অনুদান বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এবং

(জ) বিশেষ বিবেচনায় কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিশেষ এলাকা অর্থাৎ দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ এলাকার জন্য মন্ত্রণালয় বিশেষ কোটা সংরক্ষণ করতে পারবে।

১২। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নঃ

(ক) অসচ্ছল, আহত বা আর্থিক অসমর্থ ক্রীড়াসেবী এবং তাঁদের পরিবারকে অনুদান প্রদান কার্যক্রমের প্রভাব, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন/পরিবর্তন ও পরবর্তী পরিকল্পনা/কর্মসূচি গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় ও ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ফাউন্ডেশন একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করবে।

(খ) ক্রীড়া ফেডারেশন সমন্বয় কমিটি ও জেলা কমিটির সদস্যগণ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ কর্মসূচির নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন এবং

(গ) জেলা ক্রীড়া অফিসারগণ প্রতি মাসে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন ফাউন্ডেশনে প্রেরণ করবেন।

১৩। কমিটিসমূহঃ

(ক) চিকিৎসা সহায়তা, দক্ষতার সাধনের জন্য আর্থিক সহায়তা ও শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান বিষয়ক বাছাই কমিটি।

(১)	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
(২)	সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	-	সদস্য
(৪)	পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর	-	সদস্য
(৫)	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	-	সদস্য
(৬)	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন	-	সদস্য
(৭)	সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	-	সদস্য
(৮-৯)	ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত দুইটি ক্রীড়া ফেডারেশন/ এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
(১০-১৩)	ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন সাবেক বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও (দুই) জন বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক (অন্যূন একজন নারী)	-	সদস্য
(১৪)	সচিব, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন	-	সদস্য-সচিব

কার্যাবলি

(১) অসচ্ছল, আহত, অসমর্থ ক্রীড়াসেবী বা তাঁদের পরিবারের সদস্যের চিকিৎসা সহায়তার আবেদনসমূহ আবেদনের গুরুত্ব ও তহবিলের পর্যাপ্ততা বিবেচনাক্রমে চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের সুপারিশ প্রদান;

(২) ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই পূর্বক অনুর্ধ্ব ১০ জন ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠককে নির্বাচনের লক্ষ্যে পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনের জন্য যৌক্তিক সংখ্যক প্রার্থী নির্বাচন; এবং

(৩) ক্রীড়াসেবীর পরিবারের মেধাবী সদস্যদের শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদানের জন্য প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক তহবিলের পর্যাপ্ততা ও যোগ্যতার শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে উপযুক্ত আবেদনকারীগণকে বাছাই করতঃ পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ উপস্থাপন।

(খ) নিয়মিত মাসিক অনুদান প্রদান বিষয়ক বাছাই কমিটি।

(১) সচিব, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন	-	সভাপতি
(২) সংশ্লিষ্ট উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩) প্রতিনিধি, ক্রীড়া পরিদপ্তর (উপ-পরিচালকের নীচে নয়)	-	সদস্য
(৪) প্রতিনিধি, বিকেএসপি (উপ-পরিচালকের নীচে নয়)	-	সদস্য
(৫) প্রতিনিধি, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (উপ-পরিচালকের নীচে নয়)	-	সদস্য
(৬) সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	-	সদস্য
(৭-৮) ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন সাবেক ক্রীড়াবিদ ও ০১ (এক) জন বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক (অন্যূন একজন নারী)	-	সদস্য
(৯) সম্পাদক, ক্রীড়াজগত, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	-	সদস্য
(১০) নির্বাহী কর্মকর্তা, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন	-	সদস্য সচিব

কার্যাবলি

(১) জেলা কমিটিসমূহের নিকট হতে প্রাপ্ত ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্তির আবেদন/তথ্য সমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক বোর্ড সভার অনুমোদনের জন্য সুপারিশসহ উপস্থাপন এবং

(২) জেলা কমিটিসমূহের নিকট হতে প্রাপ্ত অসচ্ছল, আহত, অসমর্থ ক্রীড়াবিদ ও তাঁদের পরিবারকে মাসিক অনুদান প্রদানের অগ্রাধিকার তালিকা এবং সরাসরি প্রাপ্ত ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহের সুপারিশকৃত অনুদানের আবেদনসমূহ তহবিলের পর্যাপ্ততা ও যোগ্যতার নিরিখে যাচাই-বাছাই পূর্বক উপযুক্ত সংখ্যক আবেদনকারীকে নির্বাচন করতঃ বোর্ড সভার অনুমোদনের জন্য সুপারিশসহ উপস্থাপন।

(গ) জেলা বাছাই কমিটি

(১) জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
(২) পুলিশ সুপার	-	সহ-সভাপতি
(৩) উপ পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	-	সদস্য
(৪) উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জেলা অফিস	-	সদস্য
(৫) সাধারণ সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা	-	সদস্য
(৬) সাধারণ সম্পাদক, জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	-	সদস্য
(৭-৮) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ০১ (এক) জন সাবেক ক্রীড়াবিদ ও ০১ (এক) জন ক্রীড়া সংগঠক (অন্যূন একজন নারী)	-	সদস্য
(৯) জেলা ক্রীড়া অফিসার	-	সদস্য-সচিব

কার্যাবলি

(১) অনলাইনে প্রাপ্ত ক্রীড়াসেবীদের তথ্য কমিটির সভায় যাচাই-বাছাই করে ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্তির জন্য ফাউন্ডেশন বরাবর সুপারিশ প্রেরণ;

(২) অসচ্ছল, আহত, অসমর্থ ক্রীড়াবিদ ও তাঁদের পরিবারকে মাসিক অনুদান প্রদানের জন্য প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই ক্রমে অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করতঃ সুপারিশসহ ফাউন্ডেশনে প্রেরণ এবং

(৩) কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান।

১৪। ব্যতিক্রমঃ

এই নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন কোন বিষয় ফাউন্ডেশনের বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা হবে।

১৫। নীতিমালা সংশোধনঃ

ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার এই নীতিমালা সংশোধন/পরিবর্তন/সংযোজন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

১৬। পূর্বের নীতিমালা বাতিলঃ

এ নীতিমালা জারির তারিখ থেকে ০৩-০৩-২০১৩ তারিখে জারিকৃত বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন নীতিমালা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৭। কার্যকরঃ

এ নীতিমালা জারির তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

মোঃ আখতার হোসেন
সিনিয়র সচিব